**ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট, ফ্যাকাল্টি, স্টাফ অফিসার ও ন্যাশনাল ডিফেন্স
কোর্স-২০১৩ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়্যার কোর্স-২০১৩ এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

৪ ডিসেম্বর ২০১৩, বুধবার, করবী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কমান্ড্যান্ট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ,

অনুষদ সদস্যবৃন্দ,

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়্যার কোর্সের কোর্সমেম্বারগণ এবং

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

এখানে উপস্থিত আপনাদের সবাইকে আরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সের ওয়্যার কোর্সের কষ্টসাধ্য প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির প্রাক্কালে আপনারা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র, ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ এবং ধর্মনিরপক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অনেক বাঁধাবিপত্তি সত্বেও আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থায় এই মৌলিক নীতিমালাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রিয় কোর্স মেম্বারগণ,

১৯৯৬ সালের পূর্বে দেশে সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ ছিল না। এজন্য গত মেয়াদে আমরা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি এবং ওয়্যার কোর্স প্রবর্তন করি। আমাদের হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠান আজ একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আজ থেকে ৪২ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাদের দেশরক্ষা বাহিনী সবসময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও আপনারা পাশে থাকবেন। গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের জনগণের অগ্রযাত্রাকে আপনারা নিরাপত্তা দিয়ে যাবেন, এটাই আপনাদের কাছে প্রত্যাশা।

আমরা একটি প্রশিক্ষিত ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের প্রশিক্ষণের মান এবং সরঞ্জামাদি আধুনিকায়নে আমরা বাজেট বাড়িয়েছি।

সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার সেনা সাজোঁয়া বহরের জন্য ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে। আমরা বিমান বাহিনীতে মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান, বড় পরিসরের সি-১৩০ পরিবহন বিমান, Mi-171 হেলিকপ্টার এবং Surface to Air Missile System সংযোজন করেছি। নৌ বাহিনীর জন্য ফ্রিগেট, পেট্রোল ভেসেলসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

প্রিয় কোর্স মেম্বারগণ,

কৌশলগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্ব রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে জন্যে বাংলাদেশ আঞ্চলিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারছে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতিমালা মানব উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও আমাদের পররাষ্ট্রনীতি  উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করার কাজ করেছে।

তবে অব্যাহত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে।

প্রিয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম। বাংলাদেশ তার সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্বের জন্য গর্ববোধ করে।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য বিপর্যয়ের মুহুর্তে মানুষের সাহায্যার্থে সব সময় সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন।

আমি আশা করি, আগামীতে বেসামরিক জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যকার এই অংশীদারিত্ব ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ নিবেদিতভাবে দেশি-বিদেশী, অপারেশনাল ও কৌশলগত পর্যায়ের, সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক নীতি নির্ধারক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

আমি আশা করি, আপনাদের অর্জিত জ্ঞান, সদিচ্ছা একনিষ্ঠতা জনগণের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।